The

Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 6, ISSUE 1

JAN-FEB, 2012

Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE

Institute of Social Engineering, Canada

www.isecanada.org

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব

-- জাবেদ মুহাম্মাদ --

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম নিয়ামত। নারীদেরকে মায়ের মর্যাদার আসনে আসীন আর পুরুষদের পিতা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে সমাজে পরিচিত হওয়ার এ এক অন্যতম মাধ্যম। এ সন্তান পুত্র কি কন্যা তা বিচার্য নয়, এতে মা-বাবার কারোর কোন হাত নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ফায়সালায় হয়ে থাকে। তবে মা-বাবা যদি নেককার তাকওয়াবান, হকের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত ঈমানের অধিকারী হন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে নেককার ও বরকতময় সন্তান লাভ করবেন। যারা হবে আদর্শবান, সৎচরিত্রবান নেককার ও তাকওয়াবান।

সন্তানের জন্ম পূর্ববর্তী দায়িত্ব

- মা-বাবা উভয়ে হক-হালাল খাবার খাওয়া।
- দু'জনেই খুব বেশি-বেশি নেক আমল করা। প্রতিদিন আল-কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা।
- উত্তম ও ভাল ভালো কাজের নিয়্যাত করা।
- মহিলা ডাক্তার দ্বারা রীতিমত চেকআপ করানোর চেষ্টা করা।
- গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অসুন্দর বা মন্দ কথা বলা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

----বাকি অংশ ২য় পাতায়

Valentine's Day

ইংরেজী Valentine's Day মানে বাংলায় ভালোবাসা দিবস। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম। মূলতঃ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী 'ভালবাসা দিবস' বলতে কিছু নেই। প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রতিটি দিবসই ভালবাসার দিবস। আসলে Islam শব্দের উৎপত্তিই হচ্ছে peace থেকে। তাই ইসলাম বছরের ৩৬৫ দিনই শান্তির কথা বলে, ভালবাসার কথা বলে। ইসলামে ভালবাসাবিহীন কারো সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম বলে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে বৈধভাবে ভালবাসবে, একজন আরেকজনের মঙ্গল কামনা করবে। এর মধ্যে থাকবে না কোন কৃত্রিমতা, থাকবে না কোন লৌকিকতা, থাকবে শুধু পবিত্রতা। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা পুরোপুরি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পরষ্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। ..." (সহীহ মুসলিম)

"তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এবার মুসলিমদের মনে এ দিবস সম্পর্কে কৌতুহল জাগতে পারে। Valentine's Day মূলতঃ প্রেমিক-প্রেমিকাদের উৎসবের দিন। ইসলাম বিয়ের আগে ছেলে এবং মেয়ে ফ্রেন্ডশীপ (বন্ধুত্ব) বা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক কখনোই অনুমোদন করে না। আর Valentine's Day বা ভালবাসা দিবস পালন করে এই অবৈধ সম্পর্কের নানারকম আনুষ্ঠানিকতা এবং অসামাজিক কর্মকান্ড অবশ্যই গুনাহর কাজ। একটু ব্যাখ্যায় যাওয়া যাক।

----বাকি অংশ ৩য় পাতায়

ভেতরের পাতায়

Valentines ও বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র	3	*নতুন ইমিগ্র্যান্টদের জন্য কিছু পরামর্শ ....*	5
স্ত্রীর অধিকার আদায়	4	*একটি বাস্তব চিত্র ঃ হিজাব রহস্য ....*	5
স্বামীকে হেয়-প্রতিপন্ন করা	4	*আমাদের ইসলামের জ্ঞান ....*	6
রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে উমর (রা.) একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	5	*একজন ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশী মুসলিমের গল্প ....*	7

From the Qur'an:

📖 "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ।" [সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৫]

From the Hadith:

📖 রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)

---- ১ম পাতার পর (পিতা-মাতার দায়িত্ব)

সন্তানের জন্ম পরবর্তী দায়িত্ব

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের দায়িত্ব : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে-সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম। তারপর যা করণীয় তা হলো :

০১. গোসল দেয়া : প্রসূত শিশুকে আপনজন বা দাঈ বিসমিল্লাহ পড়তে-পড়তে হালকা গরম পানি দ্বারা গোসল দিয়ে গা, হাত, পা মুছে কাঁথা বা তোয়ালে বা নরম কাপড় দ্বারা আবৃত করে কোলে নেবে।

০২. আযান বলা : নবজাতক সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান বলা সুন্নাত।

"আবু রাফে (রা.) বলেন, ফাতিমা (রা.) হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে প্রসব করলে আমি রাসূলুলাহ (সা.)-কে হাসানের কানে নামাযের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।" (জামে আত-তিরমিযী)

০৩. তাহনীক করা : সামান্য খেজুর বা মধু কিংবা অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে শিশুকে মুখের লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা মুখের ভেতর জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দেয়া এবং কোন বুযুর্গ আলিমকে দিয়ে দু'আ পড়ানো সুন্নাত।

০৪. দুধপান করানো : সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হলো মায়ের দুধ। এটি ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য। এতে আল্লাহ তা'আলা শিশুর যা প্রয়োজন তার সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। আজকাল কিছু কিছু সম্মানিতা মায়েরা অনেক খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুকে এ দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন। অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয় মায়ের দ্বারা সন্তানের অধিকার হরণ। অথচ একটু চিন্তা করা উচিত– মায়ের স্তনে এ দুধ কে দিল? কেন দিল? কেন এ সময়ে দিল? কেন মায়ের স্তনে অন্য সময়ে দুধ আসে না ইত্যাদি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, এমন মায়েদের আচরণে লংঘিত হচ্ছে :

১) সন্তানের অধিকার। ২) মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার আদেশ। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

"যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তান-দেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩৩)

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব

সপ্তম দিনে পিতা-মাতার কাছে নবজাতক সন্তানের অধিকার তিনটি যথা,

০১. উত্তম নাম রাখা : সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন তাদের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি পিতা-মাতার কাছে সন্তানের অধিকার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও পিতার নামসহ। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে। (আবু দাউদ)

০২. মাথার চুল বা কেশ মুণ্ডন : সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে (মুণ্ডন) দেয়া শিশুর অধিকার। আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একটি বকরী দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেন ঃ হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল। (জামে আত-তিরমিযী, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

০৩. আকীকা : নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি খাসী অথবা ভেড়া আর কন্যা হলে একটি খাসী অথবা ভেড়া তার নামানুসারে যবেহ করা উত্তম। আকীকা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন :

পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (জামে আত-তিরমিযী)

০৪. আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করা : পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদ, চিন্তা-বিদ, গবেষক ও দার্শনিক একমত যে সন্তানের জন্য প্রধান ও প্রথম শিক্ষক হলেন মা, তারপর বাবা। সন্তানের প্রথম শিক্ষাঙ্গন তার নিজের বাসা-বাড়ি। আর প্রথম শিক্ষা হবে "আল্লাহ" নামক শব্দটি। এ আল্লাহ বলতে বলতে পরবর্তীতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-সহ অন্য শব্দ শিক্ষা দেয়া উত্তম। এখানে বলে রাখা ভাল, যে পিতা-মাতা নিজেরা আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত, আদর্শ গ্রন্থ রীতিমত পাঠ করেন, তাঁদের জন্য সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত সহজ। এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতা মাত্রই জানেন সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা প্রদান– এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ, আর সন্তানের অধিকার। সুতরাং অবশ্যই পালনীয়।

মূলতঃ এখানে এ আলোচনা তাদের জন্যে, যারা জানে না বা অল্প জানে কিন্তু মানে না বা কিভাবে বাস্তবায়ন করবে, কী আগে শিখবে তা জানে না তাদের জন্যে। আসলে এটা বড়ই বেদনার বিষয়, আমাদের অনেক পিতা-মাতারাই সন্তানের প্রথম শিক্ষা কী হবে তা পরিপূর্ণভাবে জানে না। অবশ্য পিতা-মাতারা সন্তানের শিক্ষা কী হবে না হবে তা না জানার পেছনে দায়ী কিন্তু শুধু তারাই নয়; আমি তাদেরকে কিছু বলার আগে দায়ী করব আমাদের অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থাকে, অনৈসলামী ছাঁচে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা নীতিকে।

০৫. উত্তম নসীহত প্রদান : সন্তানের জীবদ্দশায় সৎচরিত্র গঠন, আদর্শ শিক্ষা অর্জন, দ্বীনী হুকুম-আহকামভিত্তিক অভ্যাস গঠনের লক্ষ্যে উত্তম নসীহত প্রাপ্তি সন্তানের অধিকার। আসলে এমন অধিকার জগতের প্রত্যেক পিতা-মাতাই আদায় করতে চেষ্টা করেন। তবে কোথাও-কোথাও শুনা যায় বা দেখা যায়, পিতা-মাতা সন্তানদেরকে যা বলেছে এবং এখনও বলছে সন্তানরা তা সাথে সাথে না মানায় বা তখন মেনেছে কিন্তু এখন মনে নেই বা অন্যমনস্ক হয়ে আর মানছে না (যদিও এটি দুঃখজনক)।

এ অবস্থা দেখে পিতা-মাতারা রাগ করেন আর বলেন– এখন আর বলতে পারব না। এত বলতে হবে কেন? এখন বয়স হয়েছে না, বড় হয়েছে না, নিজে বুঝে না অথবা বকা দিয়ে বলে বেয়াদব, বদমায়েশ, অসভ্য, যা এখান থেকে বেরিয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা, আর আসবি না, তুই মর, জাহান্নামে যা ইত্যাদি। এখানে এ কথাগুলো পবিত্র কুরআন-এর একটি দৃষ্টান্ত থেকে উলেখ করা যাক :

---- বাকী অংশ ৩য় পাতায়

Valentines ও বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র

একজন অভিভাবকের প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত প্রচুর মিনি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট এবং সাইবার ক্যাফে গড়ে উঠেছে কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়ের কারণ হলো যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসার নামে চলে চরম বেহায়াপনা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্র ও যুবকেরা প্রেমের নামে প্রতারণা করে ছাত্রী মেয়ে বান্ধবীদেরকে নিয়ে এ সমস্ত চাইনিজ ও সাইবার ক্যাফেতে সারাদিন আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। আমাদের কোমলমতি মেয়েদেরকে ব্ল্যাক মেইলিং করে তাদের পর্নো সিডি/ডিভিডি বাজারে ছেড়ে অশ্লীলতার এ মহোৎসব শুরু করেছে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া বোনেরা এর চরম শিকার হয়ে জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ হারাচ্ছে। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য পরিষ্কার। ইসলাম অন্যায়কে কখনোই ন্যায় মনে করে না। অসৎ কর্মকে কখনোই সমর্থন করে না। পাপ ও ঘৃণাজনক কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় না। পৃথিবীর বুকে ইসলাম, একমাত্র ইসলামই সর্বক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট। তাই উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যারা অন্যায় বৃদ্ধি করার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে দিচ্ছে অর্থাৎ সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ আর যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে, অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীরা সবার জন্যই ইসলামি বিধান অনুযায়ী শাস্তি অবধারিত।

অবশ্য এ প্রশ্নে অভিভাবক ছাত্রী বা মেয়েদের অবলা বা সরলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে ছাত্রী বা মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে জবাব হচ্ছে ঃ এগুলো আরও বাড়বে। যদি মেয়েরা তাদের সম্মান সম্পর্কে সতর্ক না হয়। এখন প্রশ্ন ঃ মেয়েরা ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবে কেন? এবং তাদের দাওয়াতে কোন রেষ্টুরেন্টে অথবা কোন সাইবার ক্যাফেতে তারা যাবে কেন? আর যখন প্রশ্নকর্তা বলছেন 'মেয়েদের সরলতা নিয়ে' ছেলেরা এমনটি করছে। এক্ষেত্রেও দায়ী মেয়েরা, এমন সরলতার তো কোন দাম নেই। সরলতায় কেউ কি বিষ খায়? যে সরলতার কারণে বিষ খেয়ে ফেলেছে? সরলতার কারণে গলায় দড়ি দিয়েছে! সরলতার কারণে পানিতে ডুবে মরেছে! এটাতো হয় না। এটাকে কোন্ দেশী সরলতা বলে? যুবতী মেয়ের ভাবা উচিত তার জীবনের লালিত শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সতীত্ব। যার সাথেই টেলিফোনে কথা হোক আর ক্লাশমেট হোক তাকে বন্ধু বানিয়ে তার সাথে এ সমস্ত জায়গায় যাবার অর্থই হলো সরলতা নয় বরং নিজেই জেনে-বুঝে এ বিপদ সে ঘাড়ে নিয়েছে। এখন এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। এভাবে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তারপর পর্নোছবি উঠালে তার বিবাহের আর কোন সুযোগ থাকে না।

কাজেই এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ছাত্রী জীবনে কোন ছেলেদের সাথে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত না হওয়া। এটা মনে রাখা দরকার মেয়ে হিসেবে পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন একজন পুরুষ সাথী আল্লাহ তা'আলা বৈধভাবে তার জন্য রেখেছেনই। সুতরাং বিয়ে একদিন হবেই। তার আগে প্রেম অর্থাৎ বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ইসলাম হারাম করেছে। ইসলামে এটা জায়েয নেই। এতে নিজের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। কাজেই এটাকে সরলতা বা কোমলতা কোনভাবেই বলা যায় না। এটা ইচ্ছে করেই সাপের কামড় খাওয়া। ইচ্ছে করে গর্তে পড়ে আত্মহত্যা করার শামিল। সুতরাং কোন পুরুষ বন্ধুর সাথে কোন মেয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাদেরকে আরো সহনশীল হওয়ার উচিত।

--- সম্পাদক

--- ২য় পাতার পর

(সন্তান জন্মের আগে ও পরে পিতা-মাতার দায়িত্ব)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সলাত কায়েম করার কথা ৮০ বারেরও বেশী বলেছেন। একবার দু'বার নয়। যদি আল্লাহ একবার দু'বার বলে রাগ করতেন, আর না বলতেন বা আমাদের মত বকাবকি করতেন তাহলে না হয় ভাবতাম আমাদের নীতি ঠিক আছে; কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন অনেক বার। তবু রাগ করেননি। তারপরও যখন আমরা ঠিকমত আদায় করি না ঐ রকমভাবে তো তিনি বকা দেন না, এ দুনিয়া থেকে বের হয়ে যেতে তো বলেন না, আলো-বাতাস থেকে তো এক মিনিটের জন্য; এক সেকেন্ডের জন্যও বিচ্ছিন্ন করেন না।

কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব : সন্তান ছেলে হোক আর কন্যা হোক সন্তান সন্তানই। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। এতে কোন মানুষের হাত নেই। তবু যারা কন্যা হলে মন খারাপ করেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, স্ত্রীকে বকাবকি করেন তারা একটু লক্ষ্য করি, যাদের সন্তান নেই, যাদের মা-বাবা হওয়ার মত সে ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা দেননি অথবা দিয়েছিলেন আবার নিয়েও গেছেন সেই সকল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি। তারা সন্তান-সন্তান বলে কী না করছে! যদি আপনজনদের মধ্যে এমন কেউ থাকেন তাহলে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

কাজেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলেই হয়তোবা একের পর দুই, দুয়ের পর তিন এভাবে কয়েকজন কন্যা সন্তান দান করেছেন। এতে কন্যার বাবাদের মন খারাপ হলেও আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা.) কিন্তু ঘোষণা করে দিয়েছেন, "কারো তিনজন কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামাতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।" (ইবনে মাজাহ)

"কোন ব্যক্তির দুইজন কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (ইবনে মাজাহ)

সৎপাত্রস্থকরণ : সন্তানদের একটা বয়স পর্যন্ত অনেক রকমের অধিকার পরিপূর্ণ করার পরও কন্যাদের প্রতি আরো বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব বেশি আদায় করতে হয়। এগুলোর মধ্যে কন্যা জীবনের শেষ এবং পিতা-মাতার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির ব্যবস্থা বা সুষ্ঠু সমাপন করতে হয় তা হলো- কন্যাকে সৎপাত্রস্থকরণ। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেন : "যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" (আত-তিরমিযী)

স্ত্রীর অধিকার আদায়

হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজের জন্য হালাল করে নিয়েছো (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

সম্মান ও সদাচার ঃ তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। (সূরা নিসাঃ ১৯)

অর্থনৈতিক অধিকার...মোহরানা ঃ এবং স্ত্রীদের মোহর মনের সন্তোষ সহকারে আদায় কর। (সূরা নিসা ঃ ৪)

ভরণপোষণ ঃ ধনী ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। (সূরা বাকারা ঃ ২৩৬)

ভালবাসা ও দয়া ঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন ভালবাসা ও দয়া। (সূরা রুম ঃ ২১)

স্বামীকে হেয় প্রতিপন্ন করা

আসুন টরন্টোতে বসবাসরত একজন স্বামী এবং পিতার কষ্টের কথা শুনি। স্বামী, স্ত্রী এবং টিনএইজ মেয়ে নিয়ে তিনজনের পরিবার। স্বামী একটি সাধারণ চাকুরী করেন এবং হালাল উপায়ে সংসার চালান। স্বামী কাজ থেকে বাসায় ফিরলেই স্ত্রী তার মেয়ের সামনে স্বামীকে নানা ভাষায় কটাক্ষ করেন, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। স্বামী কোন উত্তর দেন না এবং মুখ বুজে সহ্য করেন। যেমন, একদিন মেয়ে তার মাকে একটি ড্রেসের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বলছে কী সুন্দর! মা প্রতি উত্তরে বলে উঠছে যে, তোর বাবার কি মুরদ আছে এই সকল ড্রেস কিনে দেবার? তোর বাবা তো অথর্ব! অকর্মণ্য। তোর বাবা জীবনে কী করতে পারছে? বাবা চুপ করে থাকেন, নীরবে কষ্ট পান, নিজ মেয়ের সামনে অপমানিত হন। এভাবে নিজ মেয়ের সামনে সবসময় স্ত্রী তার স্বামীকে নানাভাবে অপদস্ত এবং আজে-বাজে কথা বলতে বলতে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, মেয়েও এখন থেকে তার বাবাকে আর সম্মান করে না, তার মার মতো বাবাকেও সে আজে-বাজে ভাষায় কথা বলে। বাবার কোন কথাতো শুনেই না বরং উঠতে-বসতে বাবাকে নানা রকম কটুক্তি করে। ক্যানাডিয়ান আইনের চোখে মেয়েকে কিছু বলাও যায় না। এখন কী করা!

ঘটনা থেকে শিক্ষা ঃ হয়তো এরকম ঘটনা অনেক পরিবারেই হয়ে থাকে আর স্বামীরা নীরবে কাঁদেন। স্বামী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে পরিবার নিয়ে ক্যানাডায় এসে সুখের সন্ধানে ইমিগ্র্যান্ট হয়েছেন। কিন্তু কিসের অভাবে আজ এই কষ্ট? স্বামীরা কেন স্ত্রীদের কথার মাধ্যমে কষ্ট দেন বা স্ত্রীরা কেন স্বামীদেরকে কথার মাধ্যমে কষ্ট দেন? কেন একে অপরকে কটাক্ষ করেন? কেন ধমক দিয়ে কথা বলেন? কেন সন্তান পিতা-মাতাকে অপমান করে? এই বিষয়ে দু'জনকেই শুরু থেকে সাবধান হওয়া উচিত। সন্তানেরা পিতা-মাতাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে, তারা ছোট বেলা থেকে ঘরে যা দেখে তাই শিখে। তাই বাবা-মার আচরণ তাদের মনে প্রভাব ফেলে। স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে যদি হেয় প্রতিপন্ন করেন, সারাক্ষণ নানাভাবে কটাক্ষ করেন তাহলে নিজ ঘরে তো অশান্তি ছাড়া আর কিছু থাকার কথা নয়। এতে লাভ কার হচ্ছে? দু'জনই তো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন! আমরা রাসূল (সা.)-এর জীবনী ও সাহাবীদের (রা.) জীবনী পড়লে দেখতে পাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, একজন আরেকজনের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত, একজন আরেক জনের প্রতি কীভাবে ভালবাসা বাড়ানো উচিত ইত্যাদি। তবে দু'জনেরই ধৈর্য এবং সহনশীলতা আরো বাড়ালে অনেক বিষয়েই অতিসহজে সমাধান এসে যায়। আমরা যদি একে অপরে কিছু মৌলিক (basic) নিয়ম-কানুন মেনে চলি এবং কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি না করি তাহলেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে, ইনশাআল্লাহ।

স্বামীর অধিকার আদায়

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ [তাদের জন্য] সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

মহানবী (সা.) বলেন, মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের ইজ্জতের হিফাযত করে এবং স্বামীর কথা মত চলে, তখন সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। (আহমাদ)

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে [স্বামী] তার প্রতি নারাজ অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশতাগণ তাকে [স্ত্রীকে] সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন। (বুখারী, মুমলিম)

নবী করিম (সা.) বলেছেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশীরভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভাল ব্যবহার পাইনি।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মহানবী (সা.) বলেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, [যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে], [অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত] এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে। (তিরমিযী, ত্বাবারানী)

তবে আনুগত্য হবে বৈধ বিষয়ে, হারাম বিষয়ে নয়। স্বামী পর্দা করতে নিষেধ করলে, নামায-রোযা করতে নিষেধ করলে, তা মানা যাবে না। যেহেতু 'স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।' (আহমাদ)

---- *উম্মে জারা*

রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে উমর (রা.) একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

উমর রাদিআল্লাহু আনহু যখন রাষ্ট্রপ্রধান (খলিফা) ছিলেন তখন তিনি গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন দেশের জনগণের প্রকৃত অবস্থা। এক রাতে তিনি মরুভূমির মধ্যে কোন এক তাবু থেকে বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। এতো গভীর রাতে বাচ্চাদের কান্না! তাই তিনি ঘটনা জানবার জন্য এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন এক মহিলা হাড়ির মধ্যে কিছু একটা রান্না করছেন এবং বাচ্চাদের এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে মাংস রান্না হচ্ছে, অপেক্ষা কর। উমর রাদিআল্লাহু আনহু মহিলার কাছে আসল ঘটনা জানতে চাইলেন। মহিলা প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন যে - "আমি খুবই দরিদ্র, আমি মদীনার লোক নই, আমি অন্যত্র থেকে এসেছি, আমার ঘরে কোন খাবার নেই। বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছে। আমি বাচ্চাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য হাড়ির মধ্যে পাথর আর পানি দিয়ে জ্বাল দিচ্ছি যেন এক সময় তারা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু ক্ষুধা এমনই প্রকট যে ক্ষুধার তাড়নায় তাদের ঘুম আসছে না।" উমর রাদিআল্লাহু আনহু মহিলাকে বললেন ঃ মা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এক্ষুনি আসছি।

উমর রাদিআল্লাহু আনহু দ্রুত গতিতে চলে গেলেন রাষ্ট্রিয় বায়তুলমাল গোডাউনে এবং নিজে কাঁধে করে আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বোঝা বহন করে নিয়ে এলেন ঐ মহিলার তাঁবুতে। মহিলা রুটি তৈরী করলেন ও তরকারী রান্না করলেন এবং উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাকে রান্নার কাজে সহায়তা করলেন যাতে দ্রুত খাবার তৈরী হয়। রান্না শেষে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বাচ্চাদের নিজ কোলে বসিয়ে তাদেরকে আহার করালেন। এসময় উমর রাদিআল্লাহু আনহুর দুই চোখ দিয়ে পানি ঝড়ছে আর দাড়ি বেয়ে বেয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে ঐ মহিলা উক্তি করলেন যে - "এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যদি উমর রাদিআল্লাহু আনহু না হয়ে আপনি হতেন তাহলে কতোই না ভাল হতো!" উমর ঐ মুহূর্তে নিজ পরিচয় না দিয়ে মহিলাকে আগামী কাল দিনে খলিফার দরবারে যেতে অনুরোধ করলেন। পরদিন মহিলা খলিফার দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন যে গত রাতের ঐ ব্যক্তিটিই তো খলিফা উমর রাদিআল্লাহু আনহু। মহিলা উমর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু উমর রাদিআল্লাহু আনহু মহিলাকে বললেন - "মা আপনি তো উল্টো করছেন, ক্ষমা তো আমি আপনার কাছে চাইবো, কারণ এই ঘটনার জন্য না জানি মহান আল্লাহর দরবারে আমাকে কী জবাবদিহি করতে হয়! আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়! সেজন্য আমি শংকিত, দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আমি আপনার দুঃসময়ে খোঁজ নিতে পারিনি, আপনি চাওয়ার আগে আপনার ঘরে খাবার পৌঁছাতে পারিনি।" এই হলো প্রকৃত তাকওয়াবান রাষ্ট্র প্রধানের পরিচয়।

---- আসহাবে রাসূলের জীবন কথা

নতুন ইমিগ্র্যান্টদের জন্য কিছু পরামর্শ

- কারো বাসায় temporary ভাবে দীর্ঘদিন না থাকা।
- অন্য কোন ফ্যামিলির সাথে একই বাসা শেয়ার করে ভাড়া না থাকা।
- বেইসমেন্টে পারত পক্ষে ভাড়া না থাকার চেষ্টা করা।
- পারত পক্ষে কারো থেকে টাকা ধার না নেয়া এবং কাউকে ধার না দেয়া।
- প্রবাস জীবনের শুরুতেই গাড়ি-বাড়ি না কেনা এবং সুদের মধ্যে না যাওয়া।
- ক্রেডিট কার্ড এবং লাইন অফ ক্রেডিট থেকে ক্যাশ টাকা উত্তোলন না করা।
- প্রতি মাসে ক্রেডিট কার্ডের মিনিমাম বিল না দিয়ে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা।
- কারো সাথে শেয়ার করে বাড়ি না কেনা। এবং অন্যের গাড়ি না চালানো।
- Work at home এই ধরণের চিটিং ব্যবসা থেকে দূরে থাকা।
- প্রবাস জীবনের শুরুতেই feasibility study না করে কোন ব্যবসা শুরু না করা বা কারো সাথে শেয়ারে না যাওয়া।
- অল্প পুঁজিতে অনেক লাভ এই ধরণের ব্যবসা থেকে দূরে থাকা।
- Stock market এ invest না করা।
- হালাল-হারাম না দেখে কোন কাজে না ঢোকা।
- ক্যাশ ইনকাম করার পর সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি না দেয়া।
- হালাল-হারাম ingredients না দেখে কোন খাদ্য না কেনা এবং কোন ফাষ্ট ফুড না খাওয়া।
- শুরু থেকেই ইসলামিক পরিবেশের মধ্যে থাকা এবং ইসলামিক মনমানষিকতার পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব করা।

একটি বাস্তব চিত্র ঃ হিজাব রহস্য

হেলাল ভাই নামে ক্যানাডায় একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের অভিজ্ঞতা। একদিন তিনি এক যাত্রীকে তার বাসা থেকে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুলেছেন। যাত্রীটি ছিল একজন ইয়ং মুসলিম মেয়ে। মুসলিম ধারণা করার কারণ সে বোরকা এবং হিজাব পড়া ছিল। গন্তব্যে পৌঁছার পর যখন যাত্রীটি ভাড়া দিচ্ছে তখন ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাই কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন। কারণ তিনি যে মেয়েটাকে তার বাসা থেকে তুলেছিলেন এখন দেখছেন সে অন্য আরেকজনকে। অন্য আরেকজন মানে সেই বোরকা পরিহিতা মুসলিম মেয়েটির বেশভূষা ১০০% পরিবর্তিত, সে ট্যাক্সির মধ্যে বসেই বোরকা হিজাব খুলে ফেলেছে এবং সম্পূর্ণরূপে একটি ক্যানাডিয়ান নন-মুসলিম মেয়ের মতো অর্ধ-উলঙ্গ ড্রেসে ট্রাক্সি থেকে নামছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাই তাকে এই বিষয়ের রহস্য জানার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন, মেয়েটি উত্তরে বলেছিল তার পরিবার খুবই ধার্মিক এবং তার বাবা-মাকে খুশি করার জন্য সে এই অভিনয় করে থাকে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আমরা একটু চিন্তা করে দেখবো কি? ঐ ধার্মিক পিতা-মাতা ও ধার্মিক পরিবেশের ছেলে-মেয়েরা কেন এমন হচ্ছে? কারণ তাদের মনে আল্লাহ ভীতি বদ্ধমূল নেই। পরিবারের পিতা-মাতা ধার্মিক কিন্তু সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হননি, আর ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে ধর্মীয় বিধি বিধান চাপিয়ে দিলে হয়তো পিতা-মাতা বা অভিভাবকের ভয়ে কেউ কেউ তা পালনে অভ্যস্ত হবে হয়তো কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা ইসলামি বিধি বিধান থেকে দূরে সরে যাবে। তাদের অন্তরে আল্লাহ ভীতির পরিবর্তে ব্যক্তি ভীতি প্রতিষ্ঠা পাবে – যা মূলতঃ অনৈসলামিক। আর এ জন্যেই প্রয়োজন দুনিয়ার জীবনে প্রাচুর্য অর্জনের শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে জীবনের শুরু থেকেই দুনিয়া ও আখিরাত ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। আর তাহলেই হয়তো এমন অনাকাঙ্খিত দৃশ্য কারোর হৃদয় অনুভূতিকে আঘাত করতে সক্ষম হবে না। আমরাও উপহার হিসেবে পাবো আদর্শ সন্তান-সন্ততি।

আমাদের ইসলামের জ্ঞান

---- *আবু জারা*

আমরা যারা general education-এ educated যেমন ঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, একাউনটেন্ট, পাইলট, লইয়ার, সাংবাদিক, আর্মি অফিসার, এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদি প্রোফেশনে আছি তাদের ইসলামের উপর একাডেমিক জ্ঞান আসলে কতটুকু? বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা যাক। স্কুলের প্রাইমারী ক্লাশ থেকে শুরু করে এস.এস.সি. পর্যন্ত আমাদের "ইসলাম ধর্ম" নামে একটি সাবজেক্ট ছিল। ঐ বইতে কী পড়েছিলাম তা হয়তো অনেকেরই পরিষ্কার মনে নেই, তাছাড়া ঐ "ইসলাম ধর্ম" নামের বইটির মধ্যে আল-কুরআনের বাস্তব এপ্লিকেশন সম্পর্কে কতটুকু ব্যাখ্যা ছিল তাও ভেবে দেখার বিষয়। এবার আসি নবম ও দশম শ্রেণীতে আমরা এই বিষয়টি পড়েছি খুবই গুরুত্বসহকারে যার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল এসএসসিতে লেটার মার্কস পাওয়া, ইসলামকে ভালভাবে জানা নয়। কারণ এই একটি বিষয়েই খুব সহজে লেটার মার্কস পাওয়া যায়।

যাহোক এস.এস.সি. পাশ করার পর কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটি, তার পর প্রফেশনাল লাইফ তারপর বিয়ে-শাদী ঘর-সংসার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এস.এস.সি.র পর থেকে শুরু করে জীবনের বাকি অংশটুকুতে ইসলামিক এডুকেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কুরআন guideline for whole mankind বাকি জীবনে সেই কুরআনিক শিক্ষার কোন ছিটাফোঁটাও নেই। তাহলে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করছি কীভাবে? তাহলে কি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ছাড়াই জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছি? অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

আবার যারা ইসলামিক স্টাডিজ বা ইসলামিক হিস্ট্রিতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এবং পাশ করছি তাদের অনেকেই এই বিষয় বেছে নিয়েছি কারণ ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় অন্য কোন ভাল বিষয়ে চান্স পাইনি বলে। তার মানে এই বিষয়ে পড়ছি ইসলামকে জানার জন্যে নয়, সেটা করছি একরকম মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং শুধু মাত্র ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আমাদের পরিচিত একজন শিক্ষিকার ঘটনা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা যাক। তিনি ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রের একটি কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ এর প্রফেসর। আমরা তার বাসায় প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তাকে দেখতাম তিনি আমাদের সাথে গল্প করছেন আর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা কাটছেন এবং নম্বর দিচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা না পড়েই একটা করে পাতা উল্টাচ্ছেন আর খাতায় দাগ দিচ্ছেন। এভাবে তিনি একের পর এক খাতা দেখে যাচ্ছেন আর আমাদের সাথে গল্প করছেন। আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি তো লেখা না পড়েই নম্বর দিচ্ছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইসলামিক স্টাডিজ বা ইসলামিক হিস্ট্রির খাতা এভাবেই দেখতে হয়, কোন পড়ার প্রয়োজন হয় না, কেননা ইসলামিক বিষয়ে আমাদের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা প্রায় একরকম লেখা প্রায় একরকম তাই নম্বর প্রদানে খুব একটা খেয়াল করার প্রয়োজন হয় না।

বাস্তবতা ঃ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের মূল শিক্ষা জীবনে ইসলামের উপর একাডেমিক কোন শিক্ষা পাচ্ছি না। এদিক সেদিক থেকে বা কোন হুজুর থেকে কিছু সূরা কিরাআত পড়েছি, দেখাদেখি ওযূ-নামায শিখেছি, অনেকে হয়তো ছোট বেলায় আরবী কায়দা পড়েছি, তারপর কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। এই হলো আমাদের ইসলামের উপর সত্যিকার নলেজ। আরো যারা একটু আগ্রহী তারা ইন্টারনেট থেকে ক্লিক দিয়ে মাঝে মধ্যে দুএকটা ইসলামিক ভিডিও দেখি বা এক দুই পাতা আর্টিক্যাল পড়ি বা কোন ইসলামিক সেমিনার বা ওয়াজ মাহফিলে যাই। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে কোন সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা নেই। কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য এবং আরো উন্নতির জন্য নানারকম শর্টকোর্স বা লংকোর্স করছি। যেমন ঃ যিনি আইটি প্রফেশনাল তিনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এই বিষয়ে মাস্টার্স-গ্রাজুয়েশন তো করেছেনই, তারপরও আরো ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপগ্রেড কোর্স করেন, ডিপ্লোমা করেন বা পোষ্ট-গ্রাজুয়েশন করে থাকেন।

কিন্তু যে ইসলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যে কুরআন আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন সেটা জানার জন্য কোন উদ্যোগ কি আমরা নিয়েছি? তাহলে কি আমরা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক নলেজ ছাড়াই জীবন চালিয়ে যাচ্ছি? প্রফেশনাল লাইফে যদি একটা বিষয়কে জানার জন্য মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, শর্টকোর্স, সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদি করতে হয়, তাহলে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান জানার জন্য মাঝেমধ্যে দুই একটা হাদীস বা দুই একটা ইসলামের বই পড়লেই কি যথেষ্ট? বিষয়টা কি এতোই সহজ? ইসলামকে জানার জন্য মিনিমাম তো একটা সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা করা প্রয়োজন। তা না হলে কীভাবে নিজেকে নিজে পরিচালিত করবো? কীভাবে নিজ পরিবারকে গাইড করবো? কীভাবে সন্তানদের প্রশ্নের জবাব দেবো?

ইসলামকে জানার জন্য যে গতানুগতিক মাদরাসা ডিগ্রি অর্জন করতে হবে তাও বলা হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের মাদরাসার সিলেবাসের মধ্যেও একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে যা পারিবারিক জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। কারণ একজন মাদরাসার গ্রাজুয়েট একটি ফাইন্যানসিয়াল ইনিষ্টিটিউট চালাতে পারবেন না, তিনি একটি মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পারবেন না, বা তিনি প্লেন চালাতে পারবেন না বা তিনি ডাক্তারী করতে পারবেন না বা তিনি আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন করতে পারবেন না অর্থাৎ মাদরাসা গ্রাজুয়েটরা দেশ পরিচালনার জন্য এডমিনিস্ট্রেশনে আসতে পারবেন না। আবার যারা এডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তারা নিজ পিতা বা মাতা মারা গেলে নিজে তাদের জানাযার নামায পড়াতে পারবেন না, এমনকি কবরে লাশ নামানোর সময় কী বলতে হবে তাও জানবেন না। তাই এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন। যেমন ঃ একজন থানার ওসি নামাযের ওয়াক্ত হলে থানার সকলকে নিয়ে ইমামতি করে জামাতের সাথে নামায আদায় করবেন। বা একজন এমপি তার এলাকায় জুম্মার নামাযের খুতবা দিবেন এবং নামায পড়াবেন।

এই আর্টিক্যাল পড়ে আমরা যেন কেউ ভুল না বুঝি বা মনে কোন কষ্ট না নেই। এখানে শুধু সতর্ক করা হয়েছে এবং গভীরভাবে চিন্তার কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। এই বইয়ের শেষের দিকে একটি মিনিমাম সিলেবাস দেয়া হয়েছে যা আমরা ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করে ইসলামের উপর জ্ঞান অর্জন করতে পারি। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ভাল ভাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কলেজ, এডুকেশন সেন্টার বা ইন্সিটিটিউট রয়েছে, যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকেন। যে কেউ এই ধরনের কোর্সে অংশগ্রহণ করে ইসলামের উপর বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন। এছাড়া এই নর্থ আমেরিকাতেও অনেক ভাল ভাল অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে। যেমন- www.islamiconlineuniversity.com

---*বাকি অংশ ৭ম পাতায়*

আমাদের ইসলামের জ্ঞান

এই কোর্সগুলো আমাদের দেশের গতানুগতিক মাদ্রাসার কোর্সের মতো নয়, এই কোর্সগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক বাস্তব জীবনধর্মী এবং খুবই হাই কোয়ালিটি সম্পন্ন, অর্থাৎ কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে ইসলামের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে integrated করা হয়েছে। আর যারা ক্লাশ নিয়ে থাকেন অর্থাৎ লেকচারার তারাও খুবই প্রফেশনাল। নিম্নে এই ধরনের কয়েকটি Canadian Institute-এর web address দেয়া হলো। সময় করে এই website গুলো browse করলে দেখা যাবে যে Islamic studies আজ কত advanced এবং এদের single weekend course, double weekend course-এ অংশগ্রহণ করে নিজ প্রফেশনাল কাজের পাশাপাশি নিয়মিত দ্বীন ইসলামের উপর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

www.almaghrib.org , www.alkauthar.org , www.ilmpath.com, www.alhudainstitute.ca, www.torontoislamiccentre.com

কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো

৭২৫. আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নিও। কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম। (সহীহ বুখারী)

সলাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না

৭৫৬. 'উবাদাহ ইবনু সমিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ আল ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

একজন ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশী মুসলিমের গল্প

আমি ঢাকার টেক্সটাইল কলেজ থেকে টেক্সটাইল টেকনোলজীতে বি.এস.সি পাশ করার পর বিটিএমসির অধীন একটা মিলে চার বছর চাকুরী করি। পরে স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারস করার জন্য চলে যাই। এরপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি শেষ করি। পরের বছর সপরিবারে ক্যানাডাতে ইমিগ্রান্ট হয়ে চলে আসি। ক্যানাডাতে আসার পর কিভাবে আমার নামায পড়ার পদ্ধতির পরিবর্তন হল গল্পটা সেই প্রসঙ্গে।

প্রায় বছর খানেক আগে, আমার কাজের জায়গা অরোরাতে জুম্মার নামায পড়ার সময় খেয়াল করলাম, অনেকেই ভিন্নভাবে নামায পড়ে, বিশেষ করে আরব ও আফ্রিকা দেশের লোক। অথচ আমি যখন বাংলাদেশী-পাকিস্তানি কমিউনিটির মসজিদে নামায পড়ি তখন পার্থক্যগুলো খুব একটা চোখে পড়ে না। অর্থাৎ বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের লোকেরা একরকম পদ্ধতিতে নামায পড়ে আর মনে হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা সবাই অন্য এক নিয়মে নামায পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে কৌতূহল হতে লাগলো। আমি এর রহস্য উদঘাটনের জন্য চেষ্টা শুরু করলাম। এরপর আমি সহীহ হাদীসের উল্লেখে নামায পড়ার বই খুঁজতে শুরু করলাম। একদিন দেখি আমাদের বাসার খাবার টেবিলে একটা বই। বইটার নাম হল "রাসূলুল্লাহ (সা.) কিভাবে নামায পড়তেন"। আমি যখন ঐ বইটা সম্মন্ধে জানতে চাইলাম তখন আমার শাশুড়ী বললেন, গতরাতে সিনিয়ারদের একটা প্রোগ্রাম ছিল সেখানে একজন নামায সম্পর্কে কথা বলেন এবং রাসূল (সা.)-এর নামায সম্পর্কে জানার জন্য সকলকে একটি করে বই দেন। আমি বইটা পড়লাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বইটির লেখককে টেলিফোন করলাম। পরে তার সাথে দেখা করে বিষয়গুলো আরও ভালভাবে জানার চেষ্টা করলাম। কারণ সহীহ হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "সাল্লু কামা রা-আইতুমুনী উসাল্লী"। (তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে সালাত পড় ঃ Pray as you see me praying) [সহীহ বুখারী]

অন্যদিকে আমি বিশিষ্ট ইমাম ও স্কলারদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। এই সময় আমার সাথে টরোন্টোর বায়তুল আমান মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে পরিচয় হয়। তাঁর সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তিনি মদীনাতে ১৬ বছর ছিলেন এবং মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'ইসলামিক ল' এর উপর পিএইচডি অর্জন করেছেন। তারপর তাঁর কাছে আমার নামায সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইলাম। পরবর্তীতে তিনি উক্ত মসজিদে সহীহভাবে নামায পড়ার উপর একটি স্লাইড শোর ব্যবস্থা করেন। এরপর সেখানে সপ্তাহে দুই দিন করে প্রায় বার সপ্তাহ ধরে একজন আলজেরিয়ান ইসলামিক স্কলার নাসির উদ্দিন আলবানীর লেখা "দি প্রফেট'স প্রেয়ার" বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেন। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী রাসূল (সা.) নিজে যেভাবে নামায পড়েছেন এবং সাহাবাদেরকে যেভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তার উপর সরাসরি সহীহ হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে বইটি লিখেছেন যা ইংরেজী/বাংলা ভাষায় সবজায়গাতেই পাওয়া যায়।

এরমধ্যে আমি ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের লেখা "ছালাতুর রাসুল (ছাঃ)" বইখানা সংগ্রহ করি। যদিও দুইটা বইয়ের লেখার স্থান ভিন্ন (আসাদুল্লাহ আল গালিব বাংলাদেশ আর নাসির উদ্দিন আলবানি সিরিয়ার দামেস্ক) তথাপি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নামায সম্পাদনের পদ্ধতির তথ্যবহুল বর্ণনার ক্ষেত্রে বইদুটোতে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নামাযের পদ্ধতির বিস্তারিত জানার জন্য এই বই দুইটি অত্যন্ত তথ্যসূত্র সমৃদ্ধ। নামাযের উপর authentic Hadith based study করে যা পেলাম তা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশীরা গতানুগতিক যে পদ্ধতিতে এতদিন যাবত নামায পড়ে আসছি তা ১০০% রাসূল (সা.)-এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে হচ্ছে না। পরিশেষে আমার নামাযের পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য যে তিনজন ব্যক্তি আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সাইদুল হোসেন, ড. মোহাম্মাদ মুঞ্জুরই এলাহি ও শেখ মোহাম্মাদ আবু আলী। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

জনৈক বাংলাদেশী টরোন্টো প্রবাসী, জানুয়ারি ২০, ২০১২

আপনার পারিবারিক লাইব্রেরীর জন্য কিছু বই ও ডিভিডি

Islamic Book: www.quraneralo.com , www.islamhouse.com

কুরআনের তাফসীর ঃ (১) ফী যিলালিল কোরআন অথবা (২) তাফসীরে ইবনে কাসীর

সংকলিত হাদীস গ্রন্থ ঃ (১) সহীহ বুখারী (২) সহীহ মুসলিম (৩) রিয়াদুস সালেহীন (৪) বুলুগুল মারাম

রাসূল স. এর জীবনি ঃ (১) আর রাহিকুল মাখতুম বা (২) মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ স.

সাহাবীদের জীবনী ঃ (১) আসহাবে রাসুলের জীবনকথা - ১ম খন্ড (২) মহিলা সাহাবী - তা. হাসেমী

পারিবারিক জীবন ঃ (১) ইসলামের পারিবারিক জীবন - আ.শহীদ নাসিম (২) পরিবার ও পারিবারিক জীবন - মা.আব্দুর রহীম (৩) আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম - জাবেদ মুহাম্মাদ

অর্থনৈতিক জীবন ঃ (১) ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত - জাবেদ মুহাম্মাদ

হালাল হারাম ঃ (১) ইসলামে হালাল হারামের বিধান - ড. ইউসুফ আল কারজাভি

নামায শিক্ষা ঃ (১) রাসুলুল্লাহ স. এর নামায - নাসির উদ্দিন আলবানী (২) ছালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - আসাদুল্লাহ আল গালিব

ইসলামি শিক্ষা ঃ (১) ইসলাম আপনার কাছে কি চায় - সাইয়েদ হামেদ আলী (২) আমরা কি মুসলমান - মুহাম্মদ কুতুব (৩) ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম - মুহাম্মদ কুতুব (৪) ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা - আধুনিক প্রকাশনি (৫) কালেমার হাকীকত - খন্দকার আবুল খায়ের (৬) সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা - জাবেদ মুহাম্মাদ (৭) আল্লাহর হক মানুষের হক - জাবেদ মুহাম্মাদ (৮) জাতি গঠনে আদর্শ মা - জাবেদ মুহাম্মাদ

শিরক ও বিদআত ঃ (১) সুন্নাত ও বিদআত - মা. আব্দুর রহীম (২) দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন (৩) সঠিক আকিদা ১ম খন্ড - ইঞ্জি. শামসুদ্দিন আহ (৪) তৌহিদের মূল সূত্রাবলী - ড. বিলাল ফিলিপস (৫) একটাই পথ - The Way is One

(5) Fundamentals of Tawheed – Dr. Bilal Philips
(6) The Book of Tawheed – Darussalam Publications
(7) The Concise Coll. Creed Tauhid - Darussalam Publications
(8) The Many Shades of Shirk - Darussalam Publications
(9) Four Principles of Shirk – Muhammad Bin Abdul Wahhab
(10) Commentary on the Three Fundamental Principles of Islam – Darussalam Publications

ইসলামিক ডিভিডি ঃ (I) Dr. Zakir Naik (2) Ahmed Deedat (3) Yusuf Estase (4) Abdur Raheem Green (5) Dr. Bilal Philips (6) Dr. Abdulla H. Quick (7) Dr. Tawfiq Chowdhury (7) Matiur Rahman Madani - YouTube
(8) Matiur Rahman Madani – Youtube

Visit Authentic Islamic Website

Dawah	http://www.themessagecanada.com/ www.whyislam.org www.irf.net http://liftingspirit.com/ www.torontoislamiccentre.com http://www.icnacanada.net/ http://www.iera.org.uk/
Islamic Institute	http://www.islamiconlineuniversity.com/ http://www.alkauthar.org/ http://almaghrib.org/ http://ilmpath.com/ www.alhudainstitute.ca http://www.helpandknowledge.com/
Quranic Tafseer	http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3000& http://www.allahsquran.com/learn/ http://www.archive.org/details/Bangla-Tafseer-Fatiha http://islamiboi.wordpress.com/ http://www.tafheem.net/tafheem.html
Translation of The Quran	http://www.quranexplorer.com/quran/ http://www.islamdharma.com/ http://www.qurantoday.com/bangla.htm http://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=1&translator http://www.islamicstudies.info/tafheem.php
Quran Recitation	http://www.aswatalislam.net/ http://www.allahsquran.com/listen/index.php# http://www.quranexplorer.com/quran/ http://www.quranflash.com/en/quranflash.html
Hadith	http://www.searchtruth.com/hadith_books.php http://islamiboi.wordpress.com/sahih-bukhari-in-bangla/ http://bdislam.com/hadith/hadith.htm
Islamic TV/Video	http://www.peacetv.tv/ http://www.watchislam.com/ http://www.thedeenshow.com/index.php http://www.abuhuraira.org/ http://www.banglalite.com/
Kids Site	www.muslimville.com www.soundvision.com http://muslimkidstv.com/
Lectures	http://www.readislam.net/media/zakir/ http://www.halaltube.com/ http://www.minarmedia.co.uk/ http://english.truthway.tv/ http://bayyinah.com/media/
Islamic Information	www.islamicfinder.com www.islamicity.com http://musliminfo.com/ www.eat-halal.com

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com